মূলশব্দাবলী
আগামীকাল
পরকাল
তাকওয়া
প্রস্তুত কড়া

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon 10 January 2025 / 10 Rajab 1446H

ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা আমাদের সঠিক তাকওয়া সম্পর্কে সজাগ হই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ মেনে চলি এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখি। আমাদের এই জীবনের সময়কে আমরা যেন পরকালের জন্য প্রস্তুতিমূলকক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হতে পারি যারা দৃঢ়ভাবে পরকালে বিশ্বাসী এবং সর্বক্ষণ পরকালের কথা স্মরণ করেন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত সুধী,

আজকের খুতবায় আমরা আমাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমাদের প্রত্যেককেই এই পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

নতুন বর্ষ শুরুর সাথে সাথে আমরা সারা বছরের জন্য নতুন সংকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে থাকি। এর মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষা অর্জনের পরিকল্পনা করে থাকে, নতুন রকমের পেশায়

যাইহোক, আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার এত ব্যগ্রতা থাকলেও আমাদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ তো থাকেই যে, আমাদের সব চাওয়াগুলি আসলেই পরিপূর্ণ হবে কি না। আসলে আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা নিয়ে অনুপ্রাণিত থাকি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই লক্ষ্য অর্জন আদতেও পূর্ণ হবে কিনা কেবল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই তা জানেন।

অন

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ
بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা লুকমান: 34]

এটাই হলো বাস্তবতা। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনে আমরা যে সময়টুকু পাই, তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া একটি উপহার। এই সীমিত সময়ে আমাদেরকে ইসলামের বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হয়। এই পৃথিবীতে আমরা একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। এই কথাটা আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার যে, আমাদের নিকট যে দুইটি বিষয় খুবই নিশ্চিত আর তা হলো মৃত্যু ও পরকাল।

ইমাম আল বসরী (রাঃ) একদা মন্তব্য করেছিলেন, আমি কখনও এমন একটি ঘটনা দেখি নাই যা এত নিশ্চিত কিন্তু মানুষজনকে দেখি তা নিয়ে সন্দেহ করে এবং তাকে নিশ্চিত মনে করে না। সেই ঘটনাটি হলো – মৃত্যু"।

প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন, এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থানটা কি তা একটু দেখি। আমাদের জীবনের প্রতিটি অতিবাহিত হওয়া দিনের সাথে সাথে আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। তথাপি কিছু মানুষ, জাগতিক কর্মকান্ড নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া বা পরকাল সম্পর্কে তাদের অবহেলা করতে দেখা যায়।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

আর্থঃ *হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।*

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা র রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

এই আয়াতটিতে তাকওয়া সম্পর্কে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে তাকওয়ার প্রথম নির্দেশ হলো আত্ম-বিশ্লেষণ করা ও অতীতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং দ্বিতীয় নির্দেশ হলো ভবিষ্যতের কর্মকান্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা যেন কোন কাজ করার সময় আমরা সচেতন থাকি যে আমাদের সকল কর্মকান্ড মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পর্যবেক্ষণ করছেন।

কেবল ঈমান ও তাকওয়া সুশোভিত চরিত্র নিয়েই আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্নিকট হতে পারব এবং হাশরের দিনে তাঁর সামনে উপস্থিত থাকতে পারব।

আমরা যখন পরকালের জন্য আমরা প্রস্তুত হবো, তখন আমরা নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারি,

প্রথমঃ এই বিশ্বাসটা আমাদের মধ্যে আনতে হবে যে আমাদের পরকাল সমাসন্ন।

পবিত্র কোরানে বর্ণিত আছে যে, আমাদের অনুমান করতে হবে যে, বিচারের দিন হবে আগামীকাল। তাহলে কি আমরা যেভাবে আমাদের সবসময় পরিচালনা কওরে থাকি সেইভাবেই চলতে থাকব?

একজন বিশ্বাসী যিনি পরকাল সম্পর্কে সজাগ, তিনি চেষ্টা করবেন তাঁর প্রতিটি কাজ – হোক তা ইবাদতের বা অন্যের সঙ্গে আচরণে তা আরো উন্নতভাবে করতে।

ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আমাদের নবীজী মুহম্মদ (রাঃ) বলেছেনঃ ইবাদত করার সময় তুমি তা এমনভাবে করবে যেন মনে হবে তুমি ভাবছ তোমার এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে এবং মনে হবে এইটাই তোমার শেষ ইবাদত।

দ্বিতীয়ঃ আমাদের পরিবারকে পরকালের কথা মনে করিয়ে দেয়া

নিশ্চয়ই আমরা সকলে উচ্চাশা পোষণ করি যে, আমাদের পরিবারের ভবিষ্যতটি হবে সুন্দর ও মঙ্গলময়। আমাদের লক্ষ্য থাকে যে, আমাদের সন্তানদের আমরা একটি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করব, আমাদের জীবনে সুখকর অভিজ্ঞতা থাকবে এবং আশেপাশে কেউ অসুস্থ থাকলে আমরা তাদের সেবা করে সুস্থ করে তুলব।

যাইহোক, আমরা যেন আমাদের সব প্রচেষ্টা জাগতিক অর্জনের দিকে লক্ষ্য করে না করি, পরকালের চিন্তা থেকে সরে না থাকি। পরিবারের সকলকে প্রজ্ঞার সঙ্গে পরকালের কথাটি এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন তা তাদের অন্তর স্পর্শ করে। তাদের জীবনের মূল্য যেন ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার উপদেশ দিবেন। তাদের নিকট আপনারা উদাহরণ হয়ে থাকবেন যেন তারা চির সফল ও চির সুখী জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আসুন দেখি আমরা নিজেরা পরকালের মুখোমুখি হতে কতটা প্রস্তুত। আমরা যেন তাঁদের একজন হতে প্যাঁরই যাঁরা এই অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতিতে সফল। মনে রাখতে হবে, পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এই দুনিয়ার কাযে অবহেলা করা। বরং, এটার অর্থ হলো, এই দুনিয়ার কাজ এমন কওরে করতে হবে যেন তা পরকালের জন্য বীজ বপনের ক্ষেত্রে পরিণত হয় যার ফল আমরা ভোগ করব পরকালে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের পথ দেখান এবং শক্তি দেন যেন আমরা সরল পথে পরিচালিত হতে পারি এবং জান্নাতে আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ